PAVE Newsletter

Peace Ambassadors' Response to COVID-19 Outbreak

ত্রান চাওয়ায় নির্যাতনের শিকার বৃদ্ধা ভিখারীর পাশে চারঘাট পিএফজি । - আল-আমীন মিয়া, ডিস্ট্রিক্ট ফ্যাসিলিটেটর, রাজশাহী।

[redacted] রিজিয়া বেওয়া, বয়স ৬৫ বছর। দীর্ঘ ৩০ বছর আগে স্বামী তাকে ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়েছে। একমাত্র ছেলেও বিয়ে করে সন্তানসহ থাকেন চট্টগ্রাম। সম্বল বলতে রাজশাহীর চারঘাটের চাঁদপুর কাঁকড়ামারীতে ছোট খুপরি একটা ঘর। ভিক্ষা করে মানুষের কাছে থেকে সাহায্য নিয়ে চলে রিজিয়ার একার সংসার। কিন্তু সারাদেশের মত চারঘাটেও করোনা ভাইরাসের কারণে হাঁট মারধরের শিকার বৃদ্ধ

ভিখারী রিজিয়া বেওয়া।

বাজার, জনসমাগম বন্ধ রয়েছে। জনসাধারণের চলাচলও একেবারে সীমিত করা হয়েছে। এ অবস্থায় রিজিয়া বেওয়া দুই সপ্তাহ যাবৎ বাড়িতেই বসে রয়েছেন। আশেপাশের বাড়ির অনেকেই সরকারি বেসরকারি অনুদানের চাল ডাল পেলেও রিজিয়ার কপালে কিছু জোটেনি। অবশেষে বাধ্য হয়ে গত ৭ এপ্রিল '২০ রোজ মঙ্গলবার সকালে তার নিজ এলাকার কয়েকজন ব্যক্তির কাছে যান অনুদানের তালিকায় নাম উঠাতে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে উক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা অনুদান চাইতে গিয়ে মারধরের শিকার হোন তিনি। এ খবর পেয়ে পিএফজির এ্যাম্বাসেডর সাইফুল ইসলাম ও সমন্বকারী আবুল কালাম আজাদ সনি আহত বৃদ্ধাকে উদ্ধার করে চারঘাত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ ভর্তির ব্যবস্থা করেন। **এরপর কিছুদিন** রিজিয়া বেওয়া চারঘাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মহিলা ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন ছিলেন। বর্তমানে সুস্থ হয়ে নিজ বাড়ীতে অবস্থান করছেন।

হাসপাতালে ভর্তি করার পর পিএফজির সমন্বয়কারি আবুল কালাম আজাদ সনি সাংবাদিক হিসেবে এ বিষয়ে একটি অনলাইন পত্রিকায় খবর প্রকাশ করেন। খবরটি নজরে আসলে সংশ্লিষ্ট আসনের সংসদ সদস্য ও মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জনাব মো: শাহরিয়ার আলম দোষীদের শাস্তি হওয়া উচিত মর্মে ফেসবুকে মন্তব্য করেন। পরবর্তীতে পরদিন সকাল ৮টায় জেলা প্রশাসক হাসপাতালে এসে বৃদ্ধার চিকিৎসার খোজ নেন এবং ১মাসের খাবার প্রদান করেন। এরপর সুস্থ হয়ে বাড়ী ফেরার আগে পিএফজির সমন্বয়কারী মি. সনি বৃদ্ধাকে চারঘাটের ইউএনও এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাত করিয়ে দিলে। তারা বৃদ্ধাকে আরো একমাসের খাবার এবং ৪হাজার নগদ টাকা এবং ফলমূল প্রদান করেন। সেই সাথে পিএফজির এ্যাম্বাসেডর সাইফুল ইসলাম তার ব্যক্তিগত তহবিল থেকেও সহায়তা করে। বর্তমানে বৃদ্ধা ভালো আছেন।

উল্লেখ্য, মি. সনি রিজিয়া বেওয়ার ছোট বোন আশরাফুন বেগম এর সাথে কথা বলে জানান, ঘটনার দুই তিনদিন আগে থেকে রিজিয়ার ঘরে কোন খাবার ছিল না। দেশের করোনা পরিস্থিতির কারনে ভিক্ষা করতে বের হতে পারে না। এ অবস্থায় সে ঘটনার দিন সকালে তার প্রতিবেশী বজলু ও নজমুলের বাসায় যায়। বজলু ও নজমুল এলাকায় চারঘাট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোজাম্মেল হক এবং ইউপি সদস্য নৈয়ব আলীর কাছের মানুষ হিসাবে পরিচিত। ইউনিয়নে পরিষদে যেকোনো সরকারী সাহায্য সহযোগিতা আসলে বজলু ও নজমুল ঐ

THE HUNGER PROJECT

The Hunger Project
House: 2/2 (4th Floor), Block- A, Mirpur Road, Mohammadpur, Dhaka- 1207
Phone: +88 (02) 9130479, 9146271; Fax: +88 (02) 9146195; web: www.thpb.org; www.thpbd.org

এলাকার তালিকা তৈরি করে। এজন্যই স্থানীয়রা রিজিয়াকে বজলু ও নজমুলের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দেয়।

স্থানীয়দের কথা শুনে রিজিয়া বজলু ও নজমুলের বাড়িতে যায়। বাড়িতে গিয়ে অনুদানের তালিকায় তার নামটা উঠাতে বলে। তিনি কোনো ভাতা কিংবা সরকারী অনুদান এখন পর্যন্ত পাননি, সেটাও জানান তাদের। এক পর্যায়ে বজলু এবং নজমুল রিজিয়াকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে। রিজিয়া গালি দিতে নিষেধ করলে বজলু ও নজমুল দুজন মিলে তাকে মারধর শুরু করে। মেহগনি গাছের ডাল দিয়ে রিজিয়ার মাথায়, হাতে ও পায়ে আঘাত করে। পরবর্তী তাদের আঘাতে রিজিয়া বেওয়া মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। খবর পেয়ে পিএফজির উদ্যোগে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় তাকে উদ্ধার করে চারঘাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে প্রয়োজনীয় ওষুধ দিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মি. সনি জানান চারঘাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক নাসরুমা ইয়াসমিন এর ভাষ্যমতে বৃদ্ধার মাথা ও হাতের জখম গুরুতর। এ ব্যাপারে থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে চারঘাট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোজাম্মেল হক বলেন, বজলু কিংবা নজমুল আমার কাছের কেউ না। রিজিয়া বেওয়া এর আগে কোনো অনুদান পাননি এটা সঠিক। তবে তার নাম আমরা তালিকাভুক্ত করেছি, সে পরবর্তীতে সহযোগীতা পাবে।

তথ্য সূত্র: আবুল কালাম আজাদ সনি, সমন্বয়কারী, পিএফজির, চারঘাট। ফোন-01718015136

দুস্থ মানুষের ঘরে ঘরে ত্রাণ সামগ্রী পৌছে দিচ্ছেন পিএফজি সদস্য রেজাউল করিম জুয়েল। - মুহাম্মদ আব্দুর রব খাঁন, কক্সবাজার।

করোনা ভাইরাসের কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া নিম্ন-আয়ের মানুষের পাশে খাদ্য সহায়তা নিয়ে হাজির হলেন সম্মানীত পিএফজি সদস্য ও উখিয়া উপজেলার ছাত্রলীগ নেতা রেজাউল করিম জুয়েল। তিনি ৭ এপ্রিল উক্ত উপজেলার ছাত্রলীগের সভাপতি জনাব মকবুল হোসেন মিঠুনের উপস্থিতিতে দুস্থদের মধ্যে চাল, আলু, মসুর ডাল, তেল ইত্যাদি খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন। এসময় জনাব জুয়েল বলেন, যেকোন জাতীয় দুর্যোগের সময় ছাত্র ও

তরুণ সমাজ সবসময় অগ্রণী ভূমিকা রাখে। উখিয়ার ছাত্রলীগ সাধারণ মানুষের কল্যাণে সেরকম দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করছে। অন্যদিকে জনাব মিঠুন বলেন, মহামারী চলাকালীন সময়ে সামাজিক ও মানবিক দায়িত্ববোধ থেকে আমরা অসহায় মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি এবং আশা করি ভবিষ্যতেও এ ধারা চলমান রাখবো। উক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নে উখিয়া উপজেলা ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ সার্বিক সহযোগিতা করেন।